৪ জানুয়ারি ২০১৪

প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ সুর

অরুণ জেটলি,রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

৩ জানুয়ারি মিডিয়ার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপচারিতা বেশ কয়েকটা বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের পর তাঁর নেতৃত্ব না দেওয়ার ঘোষণা, রাহুল গান্ধীকে তুলে ধরা, নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা ও মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতা স্বীকার করে নেওয়া ইত্যাদি জনগণের দৃষ্টি আকর্শন করেছে। আমরা বিজেপির পক্ষে বেশ কয়েকটা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছি।

এই বিতর্কের মধ্যে অন্যতম কাশ্মীর নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া। একজন সাংবাদিক কাশ্মীর ইস্যুতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এবং এই প্রথম প্রধানমন্ত্রী জানান যে গোপন দৌত্যে কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব নিরসনের বিষয়টা অনেক দুর এগিয়ে গিয়েছিল। বরফ গলার মুখে জেনারেল পারভেজ মুশারফ বিষয়টিতে অন্যান্য রাজনীতিকদের জড়ানোয় চুক্তি আর আলোর মুখ দেখেনি। কয়েক বছর আগে লন্ডনে থাকাকালীন একই রকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মুশারফও।

কাশ্মীর নিয়ে সমভ্রাব্য প্রস্তাব কি তা জানার অধিকার রয়েছে ভারতের মানুষের। এব্যাপারে ভারতের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। জম্মু কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ১৯৯৪ সালে ভারতীয় সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে একটা প্রস্তাব নেয় যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারত ভূখণ্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত এটা বিশ্বাস করে যে কাশ্মীর ইস্যুতে কোনও তৃতীয় শক্তির মাথা গলানোর প্রয়োজনীয়তা নেই। কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের একটা অসমপূর্ন এজেন্ডা রয়েছে। কাশ্মীর যে ভারতের সার্বভৌমত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা মানতে নারাজ পাকিস্তান। তাই কাশ্মীরে অধিকার কায়েম রাখতে সন্ত্রাস যুদ্ধ ইত্যাদিকে হাতিয়ার করেছে পাকিস্তান। ভারত এটা বিশ্বাস করে যে নতুন করে সীমানা নির্ধারণের সময় অতিক্রান্ত।

আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে জম্মু কাশ্মীরকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে নেহেরুর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ত্রুটিযুক্ত। গত ৬৭ বছরে এই স্বতন্ত্র মর্যাদার পথই বিচ্ছিন্নতাবাদে পরিণত হয়েছে। কংগ্রেস স্বতন্ত্র মর্যাদার পক্ষে সওয়াল করেছে, ন্যাশানাল কনফারেন্স ১৯৫৩ পূর্ব স্ট্যাটাসের দাবিদার, পিডিপি বলছে স্বায়ত্বশাসনের কথা, আর বিচ্ছিন্নতাবাদীরা চাইছে পৃথক রাষ্ট্র, এর প্রত্যেকটাই ভারতের সার্বভৌমত্বকে লঙ্ঘন করছে। এদের উদ্যেশ্যই হল কাশ্মীরের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ দুর্বল করে তোলা। এই প্রেক্ষাপটে একজন জানতে চাইতেই পারে যে মনমোহন সিং এর সরকার পাকিস্তানের সঙ্গে কোন রফাসূত্রে পৌছতে যাচ্ছিল ? কাশ্মীর ইস্যুতে অন্তর্বর্তি সমাধানসূত্রে পৌঁছতে চেয়েছে পাকিস্তান। এরমধ্যে রয়েছে ভূখন্ডের স্থিতাবস্থা রক্ষা, কাশ্মীরের সীমানা পুনর্বিন্যাস, নিয়ন্ত্রণরেখার সরলীকরণ করা যাতে মানুষের চলাচল ও পণ্য পরিবহন সহজ হয় ইত্যাদি। কিছু পাকিস্তানি অবজার্ভার ও কিছু কাশ্মিরী গ্রুপ এটা চেয়েছে যে দুদেশের মুদ্রাই অবাধ হোক কাশ্মীরে।

আমার জানা নেই যে এর একটা কি প্রত্যেকটাই কাশ্মীর সমস্যার প্রায় ছুঁয়ে ফেলা সমাধানসূত্রের অঙ্গ কিনা। আমার মনে হয় সত্যের স্বরূপটা একটু আলাদা। আমার আরও আশা সত্য জানতে প্রধানমন্ত্রীর জীবনের অভিজ্ঞতার অপেক্ষায় থাকতে হবেনা আমাকে।

দ্বিতীয় সারির কূটনীতি অপরিচিত অধ্যায় নয়। গোটা পৃথিবীতেই এটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু জাতীয় অবস্থানের নিরিখে এটা পুরোপুরি পরিবর্তনযোগ্য নয়। কাশ্মীর ইস্যু ও সীমান্ত সন্ত্রাসকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পারেনি ভারত। এরকম একটা প্রস্তাব এনে সমস্ত লাভের অপব্যয় করেছে ভারত। পাক সন্ত্রাসের পরিকাঠামো ধংস্ব না করে কাশ্মীর উপত্যকা থেকে সেনা সরানো হলে বিপর্যয় ঘনাবে।আমি আশা করি সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ করবেনা।

যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এই প্রথমবার প্রকাশ্যে জানালেন যে কাশ্মীর নিয়ে একটা প্রস্তাব প্রায় সর্বসম্মত হয়েছিল, তাই জাতির কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে সেই ব্যর্থ সমাধান সমপর্কে তাঁর ধারণা কি ? প্রধামন্ত্রীর কার্যকালের ভালমন্দের বিচার যখন ইতিহাস করবে তখন এই বিষয়গুলি তাকে আরও সাহায্য করবে।